

४
२००

মেঘদূত ।

সংস্কৃত হইতে পদ্য
অনুবাদিত ।

কলিকাতা ।

সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত ।

সম্বৎ ১৯১৬ ।

মূল্য ছয় আনা ।

বিজ্ঞাপন।



অধুনাতন নয়া মহাশয়েরা কুসংস্কারবশতঃ
নিচরাদর এইকপ বলিয়া থাকেন যে প্রাচীন
সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের আলোচনা অক্ষণকার সম-
প্রাপ্যবোধী ফলদায়ক নহে এই কথায় ক্ষান্ত না
হইয়া পুনশ্চ ইহাও বলেন যে যখন প্রাচীন
গ্রন্থকৃত্তাদিগের এক এক বচনেরই তাৎপর্য্য
কথা ভার তখন তাঁহাদের গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ
করাতে কি লাভের সম্ভাবনা; উক্ত মহাশয়-
দিগের দেশান্তরাগ যখন সময়ক্রমে এতাদিক
বল হইয়া উঠিয়াছে তখন এবিষয় লইয়া আর
অধিক তর্ক বিতর্ক করা বাহুল্য। হায়! আমা-
দিগের হৃতভাগ্য দেশে কালিদাস যদ্যপি কুতূহল
বশত একবার পুনরাগমন করেন তাহা হইলে
সুতরাং শ্মশান ভূমি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কি
পর্য্যন্ত না ক্রন্দন করিয়া উঠে; তিনি যদি কোন
ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন উজ্জয়িনী পুরী কো-
থায়? তাহার এই মাত্র প্রত্যুত্তর অবগত করিবেন
যে উজ্জয়িনীর নাম ত কস্মিন্ কালেও শুনি নাই।
শোণিত শুষ্ককারী এই শেষোক্ত কথার আভাষে

উঁহার হৃদয় যে কিরূপ চমকিয়া উঠিবে ও
 তাঁহার মস্তকে যে কি সিদারূপ বজ্রাঘাত হইবে
 তাহা বর্ণনাভীত উল্লিখিত প্রভাত্তর অবগান
 তিনি কি ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবেন
 দণ্ডায়মান থাকা দূরে থাকুক মনিস্রাস মুচ্ছার্তে
 যে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি

দেহদূত গ্রন্থখানি যদিও অত্যন্ত স্বপ্নায়তন
 তথাপি উহা কালিদাসের এক প্রধান রচনা
 চর্চিয়া সর্বত্র গণনা হইয়া থাকে; গ্রন্থটি এই
 যে, এই কার্যরূপ অট্টালিকা নিশানের উপর
 নির্মিত হইয়াছে বলিলে ও বলা যায়, উঁহার স্থান
 কেবল গম্পটীর প্রতি দৃষ্টি করিলে অধিকাংশ
 লোকেই হাস্য করিবেন যথার্থ; কিন্তু উঁহার
 সর্বত্র সুন্দর রচনাটি অবলোকন করিলে মনে
 করিবেন যে উঁহার ন্যায় বিস্ময়কর কান্য রচনা
 আর জগতে নাই; এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই
 যে বদ্যপি আমার এই যৎসামান্য অনুবাদ পাঠ
 করিয়া কাহারো মন কালিদাসের মূল গ্রন্থ অ
 লোকে উৎসুক হয় তাহা হইলেই আমি আপা
 ততঃ কৃতকার্য হই।

কন্যাচিহ্নিদ্যানুরাগিণঃ।

শুদ্ধিপত্র ।

বিস্তারপন ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্র	পংক্তি
চলিয়া	বলিয়া	২	৯
গণনা	গণা	২	৯
কার্য্য	কাব্য	২	১০
অটোলিকাদি	অটোলিকাটি	২	১০

গ্রন্থ ।

হোলোমদের	হালা-মদের	১৪	১৭
একমাস	এ ক-মাস	৩০	৬

মেঘদূত ।



পঞ্চমঃ ।

কুণ্ডলবের অলুচর কোম যক্ষরাজ ।
খাস্তাসনে চিস মুখে তাজি কর্ম কায ॥
কোম ভরে বনপতি দিল তারে শাপ ।
বর্ষেক ভুক্তিবে তুমি প্রবাসের তাপ ॥
প্রবাসে ~~হস্ত হতে~~ নাহি তার খেদ ।
ভারে কিন্তু দাম বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ ॥
সে নাচিয়া নাহি আর নাহি সে আকৃতি ।
রামাচরণে গিয়া যক্ষ করে অবস্থিতি ॥
রবি তাপ ঢাকা পড়ে বিপিন বিতানে ।
পবিত্র যতেক জল জানকীর স্নানে ॥ (১)
ভাবনায় শুবে তার অঙ্গ সমুদয় ।
হস্ত হতে খসে পড়ে শ্বর্গের বলয় ॥
(১) এই পর্বতোপরি জানকীর সহিত রামচন্দ্র কিয়ৎ
বসতি করিয়াছিলেন ।

আঘাটের আগমনে দেখা দিল পরে ।
 দিব্য এক মেঘ উঠি পর্বত উপরে ॥
 দেখিতে হইল আর মেঘের আকার ।
 করি যেন ভূঁয়ে করে দশন প্রহার ॥
 নবঘন দেখি গন টলয়ে ঋষির ।
 কত না যাতনা হবে একা বিদেশীর ॥
 হইল তাহার মনে প্রেমমীর ঠাই ।
 কুশল সংবাদ মোর কেমনে পাঠাই ॥
 মেঘে দিয়া হেন কার্য করিব সাধন ।
 এতক করিতে মনে আইল প্রবেশ ॥
 নানা জাতি পুষ্প আনি দূর্গ-বিরচিত্য ।
 অতঃপর জলধরে কহে সম্রাট্রিয়া ॥
 অচেতন মেঘে সে চেতন করি মানেন ।
 স্মরের প্রভাব এত বিরহীর প্রাণে ॥
 হে মেঘ তোমায় আমি জানি সর্বিশেষ
 পুষ্পর বংশোতে জাত খ্যাত সর্ব দেশ ॥
 বিধির বিপাক হেতু পড়েছি সঙ্কটে ।
 আনুকূল্য মাগি তাই তোমার নিকটে :
 মহতে যাচুণা যদি নিরর্থক হয় ।
 সেও ভাল তথাপি অধম কভু নয় ॥

তাপিতের তাপ হয় স্বভাব ভোমার ।
 ধরাকে তাপিতা দেখি তাজ বারিধার ॥
 সারা হলো মনস্তাপে প্রেয়সী আমার ।
 বাঁচাও হে তারে মোর দিরা সমাচার ॥
 যে স্থানে এসকাপুরী থাকে যক্ষগণ ।
 যাইতে হইবে তব সেই নিকেতন ॥
 বাহির উদ্যানে নসি বিরাজেন হর ।
 ভাল-শশী আলো করে মত বাড়ি ঘর ॥
 বায়ুপৃষ্ঠে করি ভর আঁধারিয়া দিক্ ।
 হইবে যখন তুমি আকাশ পথিক ॥

প্রাচীন আদিত্য-ওশে এ আশ্বাসে ভুলি । (১)

বিরহিনী তোনার দেখিবে আঁখি ভুলি ॥
 তোমা দৃষ্টে বাঁচে কেবা না দেখি প্রিয়ায় ।
 পরাধীন আমি তাই আছি এ দশায় ॥
 হিল্লোল দিতেছে দেখ বায়ু অনুকুল ।
 চাতক ভোমার সাথে যাইতে ব্যাকুল ॥
 আকাশে বেঁধেছে মালা বলাকার দল ।
 মনোমত সঙ্গী তব ইহারা সকল ॥

(২) পূর্বকালে এইরূপ প্রথা ছিল যে গৃহস্থ বিদেশীরা
 বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগমন করিত ।

মেঘদূত ।

দেখিবে নিশ্চয় গিয়া প্রেমসীর স্থানে ।
দিবস গণনা করি বেঁচে আছে প্রাণে ॥
কেননা কুমুম সম অবলার মন ।
আশা হুলস্থল করি ভর না হয় পাতন ॥
মানস সরসী বাসী যত হংস কুল ।
শুনিয়া গর্জন তব হইবে ব্যাকুল ॥
ছাড়িয়া সকলে আর মানস জলধি ।
সহ যাত্রী হবে তব কৈলাস অবধি ॥
অনেক দিনের সখা কৈলাস তোমার ।
শ্রীরামের পদ চিহ্ন কটিতে যাহার ॥
গিয়া আলিঙ্গন দিবে তারে তেঁ স্নেহে ।
উধলিবে পরম্পর সুখের প্রণয় ॥
প্রেমাত্ম করিবে তব নব সৃষ্টিজনে ।
নাশের উদ্বেক আর হইবে অচলে ॥
কোথা কোথা হয়ে যাবে পূর্বে শুন বলি
গিয়া কি কহিবে পরে বলিব সকলি ॥
কোন্ কোন্ নদীর তুলিয়া লবে নীর ।
অতিথি হইবে পথে কোন্ বা গিরির ॥
অনায়াসে পারে যাতে সকল সন্ধান ।
কহিতেছি তোমায় করহ অবধান ॥

এস্থান হইতে তুমি করিয়া উত্থান ।
 উত্তর মুখীন হয়ে করিবে প্রয়াণ ॥
 “একি ঝড় মাগো মাগো দেখে লাগে ডর
 উড়াইয়া ফেলিল বা গিরির শিখর ॥”
 হেন বলি সিদ্ধা যত চমকিয়া প্রাণে ।
 বারেক দিবেক আঁখি তোমা দেহ পানে ॥
 দেখা দিবে তপন সমুখে ইন্দ্রধনু ।
 নান' রত্ন আভায় শোভরে যার তনু ॥
 ফুটিবে তাহাতে তব কাপের মাধুরী ।
 ময়র পুচ্ছেতে যেন শোভয়ে ঐহরি ॥
 মান ক্ষেত্রে অনন্তর হবে উপনীত ।
~~কক্ষ~~ দেয়ে ধরা হবে সৌরভে পূরিত ॥
 ক্রমিণীরা ভাল বাসি দেখিবে তোমার ।
 অপক যদিও তারা ভুরুর খেলায় ॥
 দূরে গিয়া হবে যবে অম নিমগণ ।
 আত্মকূট শিখরীর পাবে দরশন ॥
 দাবান্নি খামিবে তার তব বরিষণে ।
 শিরে করি লইবে তোমায় সে কারণে ॥
 চুড়ায় আছহ তুমি শ্যামল বরণ ।
 নিম্নদেশে আত্ম ফলে পাও দরশন ॥

দেখিনেন দেবগণ পরম কোতুকে ।
 স্তন উঠিয়াছে যেন ধরণীর বুকে ॥
 নানা স্থানে নিকুঞ্জ শোভয়ে মনোহর ।
 বিহার করয়ে যথা নাগরী নাগব ॥
 রেবা নদী দেখিবারে হয় যদি মন ।
 ক্রিয়ং বিশ্রাম করি করিবে গমন ॥
 নদীরে দেখিতে পাবে ক্ষণেকের পর ।
 বিষ্ণু পদে শোভে যার শীর্ণ কলেবর ॥
 পাষাণ রাশির মাঝে শুভ্র ধারা করে ।
 নানা ছড়া শোভে যেন করি কলেবরে ॥
 শাখা পত্র ফল ভরে স্রোতোমুখে পড়ি ।
 জ্ঞানের কানন যত যায় গড়াগড়ি ।
 চঞ্চুপুটে চাতক লইছে বিন্দু জল ।
 দেখিছে কিন্নরীগণ চিত্তে কুতূহল ॥
 সারি গাঁথি বকুল যাইছে উড়িয়া ।
 তাহাদেরো একে একে দেখিছে গুণিয়া ।
 ছাড়িবে এমনি বেলা ধনি একবার ।
 ধমকিবে দিক্ যত ধমকে তাহার ॥
 অমনি কিন্নরী সবে সারা হয়ে আসে ।
 আঁকড়িয়া ধরিবে যে যারে ভালবাসে ॥

সঙ্কল্প যদিও তব সঙ্গর গমন ।

দেখিতেছি তবু কাল-বিলম্ব কারণ ॥

গিরি রাজি রয়ে সাজি নানাবর্ণ কুলে ।

নড়িতে না চাবে তুমি স্তম্ভক্লেতে ভূমে ॥

ময় রেয়া ডাকিতে ডাকিতে কেকা রবে ।

অগ্রে আদি দাঁড়াইলে গা তুলিলে তবে ॥

আগু বাড়াইয়া দিবে তাহারা তোমায় ।

কখন গিরির কাছে হইবে বিদার ॥

উত্তরিবে যবে তুনি দশাণায় গিয়া ।

মোরতে পুরিবে বন কেতক ফুটিয়া ॥

বড় বড় বৃক্ষ যত পল্লবে নির্বিড় ।

সমুদরে বায়সের নীড় ॥

পাকিয়া উঠিয়া আর যত জমুকলে ।

শ্যাম শোভা ধরাইবে বনাল্ল সকলে ॥

দেখিয়া তোমার এবে মনোরম যটা ।

কিছু দিন রবে হেতা হংস যত কটা ॥

ত্রিভুবনে বিখ্যাত বিদিশা রাজধানী ।

কি কব তাহার আমি অপূর্ব বাখানি ॥

বেত্রবতী নদী তথা অপক্লপ শোভে ।

মাতিবে দেখিছি তুমি পড়ি তার লোভে ॥

তরঙ্গ ক্রতঙ্গে সাজে জলময় মুখ :
 চুপ্তি তারে তোমার কত না হবে সুখ ॥
 শর শর শব্দ হয় তাঁর দেশে তার ।
 কামিনী প্রকাণ্ডে যেন মনের বিকার ॥
 গিরি এক আছে তথা নীচ তাঁর নাম ।
 তদ্ভূপরি ক্ষণ কাল করিবে বিশ্বাস ॥
 গিরির কদম্ব সত হবে বিকসিত ,
 তোমায় পাইয়া যেন পুলকে পূরিত ॥
 জুঁয়ের কামন যত দেখিবে তথায় ।
 শীতল বরিও হবে রুচি দিয়া গায় ॥
 মালিনী বেড়ায় কত কুল তুলে তুলে ।
 কণে রাখা পদ্য কুল পড়ে তার ~~কুলে~~ ॥
 রবি তাপে তারা অতি হইবে আতুর ।
 ভূমি গিয়া ছায়া দিয়া কহে তাহা দূর ॥
 যদিও পথের ফেরে পড় রথা দায়ে ।
 উজ্জ্বলিনী যাইতে লয়ো না কিছু গায়ে ,
 পৌরাঙ্গনা সেথা যতশীঘ্র সবাকার ।
 চমক খাইবে অঁখি তড়িতে তোমার ॥
 সে সব অঁখির ঠারে না মজিলে যদি ।
 বঞ্চিত হইলে বড় জীবন অরহি ॥

নির্ঝঙ্কা। নদীর স্থানে গিয়া অতঃপর ।
 সুখ রস আবাদিতে পাবে বহুতর ॥
 পরিধান ~~স্ত্র~~ তার খসে স্রোত ছলে ।
 হংসমালা চন্দ্রহার কিবা বোল বলে ॥
 নাভি তার ঘূর্ণাক্ষরে রাহে প্রকটিত ।
 দেখাইবে হাব ভাব কতই মরিত ॥
 যেহেতু জানিও স্থির নারী সবাকার ।
 প্রথম প্রথম ভায় বিজয় বিকাব ॥
 যাইবে তাহার পর সিদ্ধ নদী কাছে ।
 হৃদয় জলধার হয়ে বেণী যার আছে ॥
~~কীর্~~ সত্য পাতা সব হইয়া পতন ।
 দেহ আর হইয়াছে পাণ্ডুর বরণ ॥
 বিরহের অনুরূপ এসব লক্ষণ ।
 খাইতে সে তোমায় করিবে যতন ॥
 অবস্খী হইয়া যাবে উজ্জয়িনী পুরী ।
 বর্ণনে সাহার পুরে কাব্য ভূরি ভূরি ॥
 স্বর্গবাসী কেহ ~~বৈ~~ শেষ পুণ্য বলে ।
 স্বর্গ খণ্ড আনি এক রেখেছে ভূতলে ॥
 শিশির বাতাস পেয়ে সারসের। সব ।
 ছাড়িবে মত্ততা বশে পট উচ্চরব ॥

পদ্মের সৌরভ আর আনি সে পবন ।
 কামিনীর দেহ জ্বালা করিবে হরণ ॥
 কিবা মনোহর সাজে অট্টালিকা সর ।
 ঘরময় ব্যাপি রয় ফুলের সৌরভ ॥
 কামিনীর পায়ের আলতার বাঙ্গা দাগ ।
 স্থানে স্থানে শোভে যেন অরুণের রাগ ॥
 এসব সুন্দর স্থানে শ্রম কোরো দূর ।
 তোমা পানে লক্ষ্য করি নাচিবে নয়র ॥
 গবাক্ষ হইতে উঠি মাতাঘনঃ চূর ।
 মিশিবে তোমার গায়ে প্রচুর প্রচুর ॥
 অনন্তর যাবে তুমি শঙ্করের ধাম ।
 পুণ্য লাভ হেতু যদি থাকে মনস্কাম ॥
 শোভে তার চারি পাশ্বে উদ্যান কাননে
 হেলিতেছে তরুগণ সুগন্ধ পবনে ॥
 প্রভুর কণ্ঠের আভা তব কলেবরে ।
 ভূতগণ সে কারণ দেখিবে সাদরে ॥
 দেব প্রভু মহাকাল অছেন সেখানে ।
 যাবে তুমি এক বার তাঁর বিদ্যমানে ॥
 যাবৎ তপস দেব না যান সরিয়া ।
 তাবৎ থাকিবে তুমি ঐশ্বর্য ধরিয়া ॥

অতঃপর সন্ধ্যা শূভা হলে উপনীত ।
 গজ্জনে করিবে সিদ্ধ বাদ্য মনোমীত ॥
 চামর ফেলার তাঁরে বেশ্যা যত খুটি ।
 ক্ষণে ক্ষণে নৃপুরের উঠে বোল ফুটি ॥
 নখকতে তারা সবে পেয়ে মুঠি জল ।
 ছাড়িবে তোমার পানে কটাক্ষ তরল ॥
 সন্ধ্যারাগে খুচি তব দেহের কালিমা ।
 হইবে জবার মত লোহিত প্রতিমা ॥
 বিরাজ করিছে ইথে আকাশ উপর ।
 নৃতো মাতিবেন যবে দেব মহেশ্বর ॥
 নক্স মাখা রুস্তি ছাল তাঁর বড় প্রিয় ।
 মিটাইয়া হেন সাদ তুমি দেখা দিও ॥
 তবানী কিঞ্চিৎ তাহে হৃদে আস পেয়ে ।
 দেখিবেন এক দৃষ্টে তোমা পানে চেরে ॥
 পথ বাট ঢাকা দিবে যবে অঙ্ককার ।
 সূচতে বুঝি বা বিধে এমনি আকার ॥
 যাইবে কামিনীগণ প্রিয় নিকেতনে ।
 তাদের নিওনা আস ভীষণ গজ্জনে ॥
 পান্থের সোণার ঘসা দেখিতে যেমন ।
 বিছারতর আলো দিবে তেমনি মতন ॥

সে রাজি কোথাও কোন অষ্টালিকা ছাতে
 বাপন করিবে মুখে তড়িতে । সাথে ॥
 খেলাইয়া খেলাইয়া সারাটী ফুজনী ।
 সারা হবে তোমার চপলা সুবদনী ॥
 তানু শেষে দেখা দিবে আকাশে যখন ।
 বিলম্ব না করি আর করিবে গমন ॥
 হেনকালে খণ্ডিতা কামিনী সবাকার ।
 প্রিয়েরা পুঁছিয়া দিবে নেত্র বারি ধার ॥
 মৃত্যু তপনের পথ এসময় ।
 আটক করনা যেন হইয়া নির্দয় ॥
 যে নলিনী সারারাত হতেছিল সোরা ।
 ধরিয়ী ক্রমাগত শিশিরাশ্রু ধারা ॥
 খুলি তার দলময় মুখের ঘোমটা ।
 স্বকরে পুঁছিবে রবি মত অশ্রু কোঁটা ॥
 এসময়ে যদি তার কর কর রোধ ।
 সামান্য হবে না তবে তোমাপরে ক্রোধ ॥
 এসময় মানস কপী গভীরে জলে ।
 প্রবিক্ত হইবে পরে প্রতিবিম্ব ইন্দ্রে ॥
 সকলী খেলিছে তথা সদাই চঞ্চল ।
 নদীর জানিবে তাহা দৃষ্টি নিরমল ॥

রক্তি জলে উচ্ছ্বসিত স্নিগ্ধিতর সৌরভে ।
 শূণ্যতল মৌর্যণ পরিপূর্ণ হবে ॥
 নীলময় তাম পেয়ে অমনি সহর ।
 পাতিয়া উঠিবে যত কানন ভূরর ॥
 দেবগিরি যাইবারে আজিবে যখন ।
 তোমায় মে শীত বায়ু করিবে ন্যজন ॥
 তথা গিয়া স্কন্দদেবে দেখিয়া সাংগাৎ ।
 মস্তকে করিবে তাঁর পুষ্প বৃষ্টিপাত ॥
 দেবসৈন্য ভয়শূন্য তাঁহারি রক্ষণে ।
 বিলসে প্রতাপ তাঁর জিনিয়া তপনে ॥
 গিরি পরে বিস্তৃত হইবে তব নাদ ।
 অম্বর নাচিবে তার পাইয়া আনন্দ ॥
 পুষ্প থণ্ড লোয়ে যার উমা মৃদু হাসী ।
 কর্ণেতে রাখেন সদা পুত্রে ভাল বাসিয়া ॥
 কান্তিকেয় দেবতার করি আরাধন ।
 তদুত্তর যাইবে গোমতী নিকেতন ॥
 জল লাগি বীণা তন্ত্রী পাছে হয় ললন ॥
 সিদ্ধ দ্রুম (৩) তোমায় ছাড়িয়া দিবে পথ ॥

(৩) সিদ্ধ নামে এক প্রকার অলৌকিক পুরুষ অনেক
 কানেক কাব্যে উল্লিখিত আছে ইহারা গন্ধর্ব্ব কিন্নর
 অপ্সরা প্রভৃতির দলভূক্ত ।

প্রতিমা পড়িলে তব গোমতীর-জলে ।
 গন্ধর্ব্ব দেখিবে শোভা দিবা ~~কত~~তুলে ॥
 নদীরে দেখিবে তার। যেন মুক্তাহার ।
 ইন্দ্র নীল মণি তুমি মধ্য দেশে তার ।
 হেতা হোতে যাবে যবে হইয়া বিদায় ।
 দশপুর বধূগণ দেখিবে তোমায় ।
 ভুরুর ভজিমা কিবা চাহনি সময়ে ।
 কৃষ্ণসার শ্রুতি কিবা চক্রে প্রকাশয়ে ॥
 চঞ্চল কুমুমে যথা ঘুরে ফিরে অলি ।
 নয়নে তেমনি ভাবে শোভে তার। গুলি ॥
 ব্রহ্মাবন্তে অতঃপর হোয়ে উপনীত ।
 কুরুক্ষেত্র দরশনে হবে চমকিত ॥
 কত ক্ষত্রিয়ের মুখ তীক্ষ্ণ শরাঘাতে ।
 হোয়েছিল পদ্য যথা তব ধারা পাতে ॥
 প্রতিবিম্বে পরসিয়া সরস্বতী জল ।
 বর্ণ মাত্রে রবে কালো অন্তরে নির্মল ॥
 যে হৌলোমুদ্রের তরে পান ~~পান~~ পরাণ ।
 কাস্তা সাথে ছাড়ি তাহা এক ~~পান~~পান ॥
 পূর্ব্ব বলরামদেব আনি শুকগলে
 মিটাতেন যতসাদ হেন নদীজলে ॥

কনখল সন্নিধানে দেখিবেক গিয়া ।
 পড়িছেন গঙ্গাদেবী হিমাদ্রি বাহিয়া ।
 গৌরীর ~~কু~~কুটি দেখি হাঁসি কেন ছলে ।
 উন্মি হস্ত দেন যিনি শিবের কুণ্ডলে ॥
 জাহ্নবীতে ছায়া নিজ করিবে নিধান ।
 যদুনা মিসিল যেন হবে অনুমান ॥
~~বিশাক~~ করিবে গরে হিমাদ্রি উপর ।
 স্নগনাভে স্নগন্ধি যাহার পরিসর ॥
 ধবং, অটল হিমে শিখর সকলে ।
 মূখে আছে হরিণেরা বসি শিলাতলে ॥
 হেনকালে বায়ু যদি হইয়া প্রবল ।
 সরল তরুর কাঁধে জ্বালায় অনল ॥
 নবানলে গিরি হবে যন্ত্রণায় সারা ।
 খুটাইও তুমি তাহা তাজি বারিধারা
 পরছঃখ যাহাতে না হয় প্রশন~~ন~~ ।
 এমন সম্পদে কিবা আছে প্রয়োজন ॥
 তোমারে দেখিলে ~~যেই~~ সর্বত সকল ।
 তাড়াইয়া ~~ধর~~বারে একাশিবে বল ॥
~~সিন্ধ~~ বরষিয়া খরতর ধারে ।
 ছিন্ন ভিন্ন করিবে তাদের সবাকারে ॥

শঙ্করের পদ চিহ্ন প্রস্তুরে নিহিত ।
 তথাকার এক স্থানে আছে প্রকল্পিত ।
 দেখিবা মাতেতে হয় পাপ তাপ ক্ষয় ।
 পরিণামে মুক্তিলাভ নাহিক সংশয় ॥
 গিয়া তথা ভক্তি ভরে হইয়া প্রণত ।
 প্রদক্ষিণ কোরো যেন তারে বিধিমত ॥
 বংশে বংশে পবন কুকের মনোহর ।
 ত্রিপুর বিজয় গায় মাতিয়া কিন্নর ॥
 মৃদঙ্গ সমান তাহে তোমার বিরাম ।
 সঙ্গীতের কোন অঙ্গ হবে না অভাব ॥
 অনন্তর উদ্ধ দিকে হইয়া উখিত ।
 কৈলাস গিরির ভূমি হইবে অতিথ ॥
 বার প্রস্থ সমুদয় রাবণের বলে ।
 ছাফিয়া খসিয়া সব রহে মূল স্থলে ॥
 ভুবারে অল্লান শোভে চূড়া শত শত ।
 মুখ দেখে তত্পরি বিদ্যাধরী যত ॥
 শোভা আর পাইতেছে শুভ্র হিমরাশি
 রাশীকৃত রহে যেন শঙ্করের হাঁসি ॥
 ভুবারে তোমার দেহ পাইবে ~~অধিকার~~ ।
 বলরাম কক্ষে যেন কালো বর্ণ বাস ॥

কণ্ঠেতে শিবের হাত, সর্প এবে নাই ।
 পায় চালি করিবেন গৌরী হেন ঠাই ॥
 সোপান ~~সে~~গেতে তুমি থাকিবে সামনে ।
 অন্তরের জল রাশি রাখিয়া দমনে ॥
 বালার হীরায় তব অঙ্গে করি ক্ষত ।
 জলবস্ত্র বিরচিবে দেবকন্যা যত ॥
~~জল~~ দিতে তুমি বনি হও অনিচ্ছুক ।
 গর্জনে ছাড়িবে এক রাগাইয়া মুখ ॥
 অমনি খেলায় মত্ত দেবাক্ষনা যত ।
 অসম্মত পেয়ে ভয় হবে খত মত ॥
 ত্রিভুগনে নাহি স্থান কৈলাস সমান ।
 নানা লীলা সহকারে কোরো অধিষ্ঠান ॥
 মানস সরসী হোতে কভু লবে জল ।
 কুটিয়া আছরে যথা সোনার কমল ॥
 ঐরাবত মুখে কভু হবে পটুবাণ ।
 কণ্ঠতরু পরে কভু দিবেক বাতাস
 কৈলাস গিরির কোলে অগ্নিনি সমা ।
 শোভয়ে অলকা পুরী নাহিক উপমা ॥
~~অঙ্গ~~ তার পরুন শাড়ীর শোভা ধরে ।
 খসিয়া পোড়েছে যেন সুখ রস তরে ॥

তোমা সম জলধর কতই সেখায় ॥
 অপকণ শোভা করে হর্ম্যের মাথায় ॥
 কোঁটা কোঁটা করে জল পলকে পলকে
 মুকুতা বালকে ঘন কামিনী অলকে ।
 পূর্বমেঘ সমাপ্ত ।

উত্তর মেঘ

অট্টালিকা কত শত, সাজি আছে তোমা মত,
 দেখিবেহে গিয়া অলকায় ।
 তোমায় তড়িৎ মালা, সেখায় ললিত বাল,
 তুলা শোভে কিবা দুজনায় ॥
 তোমার গর্জন স্বর, শুনিতে কি মনোহর,
 সেখায় মৃদঙ্গ বাজে তায় ।
 তোমার অন্তরে জল, প্রকাশিছে নিরমল,
 মণিময় ভূতল সেখায় ॥
 ইন্দ্রধনু তোমা দেহে, অলকার গেছে গেছে
 চিত্রলেখা ভেমনি আকাশ ।
 হর্ম্যগণ সুশোভন, উচ্চাকার ~~অনন্তর~~
 তোমা মত ছুঁয়েছে আকাশ ॥

আলো করি গৃহ মাঝে, বধূগণ কিবা মাঝে,
কুম্বের অলঙ্কার গায় ।

সে সব পড়িলে মনে, প্রাণ কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে,
কোণা ছিন্ত এয়েছি কোথায় ॥

পঞ্চজ্ঞ তাদের করে, শিরীষ অরণ পরে,
কুরুবক খোঁপার বিলাসে ।

কপালে চুম্বন লোভে, অলঙ্কারে কুন্দ শোভে,
কদম্ব বিরাজে কেশ পাশে ॥

সদাই ফুটিছে ফুল, গুঞ্জেছে ভ্রমর কুল,
কতুর শাসন সব টুটি ।

হৃদয়েতে পেয়ে সুখ, যেন হাসি হাসি মুখ,
কমলিনী সদা রহে ফুটি ॥

মরুর যতেক সব, মত্ত হোয়ে কেকা রবে,
সদা আছে পাখনা ভুলিয়া ।

সততই জ্যোৎস্নাজলে, স্নান করি কুতূহলে,
নিশি যায় আঁধার ভুলিয়া ॥

হর্ষ বিনা অশ্রুপূরো, জানে না কেমন ধারা,
মেথায় বাহারা করে বাস ।

কোঁরনের নাহি শেষ, চুঃখের নাহিক লেশ
নাহি আর বিচ্ছেদ হতাশ ॥

অট্টালিকা শিরোদেশে, উষ্ণিষা আনন্দবেশে,

সঙ্কে লোয়ে রামা কতগুলি ।

যুবকেরা মিলে বসি, সুরাপানরসে রসি

মনের কপাট দেয় খুলি ॥

মন্দাকিনী উপকূলে, পারিজাত তরুমূলে,

দেবকন্যা খেলিছে সকলে ।

সুবর্ণ বালুকা দিয়া, মণি মুক্তা ঢাকি দিয়া

খুঁজিবারে এ উহারে বলে ॥

প্রিয়ার কাপড় ধরি, টান দেয় হারা করি,

নাগর মনেতে পেরে সুখ ।

মাণিকের আলো দেখি, নিভাইতে গিরা ঠেকি

কামিনী লজ্জায় ঢাকে মুখ ॥

মেঘেরা কোতুক চিতে, জল দিয়া চিত্রাদিতে

গৃহ মধ্যে করিরা প্রবেশ ।

কেহ কিছু বলে বোলে, ভয় পেয়ে বায় চোলে,

ধূমের ধরিয়া ছদ্ম বেশ ॥

প্রিয় আলিঙ্গনভরে, ~~অগাস্ত হইরা মরে,~~

কামিনীরা নিদ্রাঘ জ্বালায় ।

চন্দ্রকান্ত মণিগণ, করে তাহা নির্বারণ

কোঁটা কোঁটা জলের ছিটার ॥

নিশীথে কামিনীগণ, যার প্রিয় নিকেতন,

চিহ্ন তার পাওয়া যার ঘাতে ।

পথের মাঝেতে পড়ি, মুক্তা যার গড়াগড়ি,

ছিঁড়ে পড়ি স্তনের আঘাতে ॥

নাশ্রুৎ দেখিয়া হরে, কন্দর্প পারে না ডরে,

ধনুক লইতে হাতে তুলি ।

শুভ্র শূন্য শূন্য শিরে, তার কাব সিদ্ধ করে,

নবীনা কামিনী যতগুলি ॥

কুবের-আলয় ছাড়ি, উত্তরে আনার বাড়ি,

গিয়া ভূমি দেখিবে সেথায় ।

সম্মুখে বাহির দার, বাহার কে দেখে তার,

ইন্দ্র ধনু যেন শোভা পায় ॥

পাশ্বে এক সরোবর, দেখা যায় ননোহর,

পদ্ম সনে অলি করে ঠাট ।

তাহার একটী ধারে, অপকণ্ঠে দেখিবারে,

পরকাশে মণি বুঁধা ঘাট ॥

সরসীর স্বচ্ছ জলে, ভাসি ভাসি দলে দলে,

হংস হংসী ভ্রমে অবিশ্রামে ।

সাইতে মানস সরে, কারো না মানস সরে,

আছে তারা এননি আরামে ॥

উঁচা ভূমি এক ধারে, গিরি সম দেখিবারে
নীলকান্তে শিখর বিরাজে ।

সুবর্ণ কদলী তরু, চারি ধারে শোভে চারু,
তোমায় তড়িৎ বেন সাজে ॥

মাধবী মণ্ডপ পরে, কুরুবক শোভা কবে,
কুম গন্ধে ছুটে অলিকুল ।

লতায় পাতায় ঘেরা, আছে ~~অশোক~~ সেরা
ছুটি গাচ অশোক বকুল ॥

(৪) অশোক ভারিছে মনে, পাব আমি কতক্ষণে
বপুটীর চরণ আঘাত ।

কবে আমি পাব নিঠা, মুখ মদিরার ছিটা
বকুল ভাবয়ে দিবা রাত ॥

তাহার মাঝেতে আর, ময়ূরের বসিবার,
সোনার একটা আছে দাঁড় ।

শিখী যথা ~~কো~~ কাভাবী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি
আনন্দে উঁচা করি ঘাড় ॥

পূর্বতন কবিদিগের কল্পনানুসারে অশোক তরু স্থী
লোকের পাদাঘাতে পুষ্পিত হয় ।

এসং বকুল বৃক্ষ উহাদিগের মুখমদিরার সংস্পর্শে
কুমুমশালী হয় ।

ভাঙারে নাচার প্রিয়া, করতালি দিরা দিয়া,
রণ রণ বাজে তায় বালা ।

স্মরিতে সে সব কথা, অরমে জনমে নাথা,
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা ॥

সকল নিদর্শনে, চিমিতে মুহূর্ত্ত ক্ষণে,
দেবে মাত্র মোর বাড়ি পানে ।

এবে উল্লাস প্রাণ, কমল না শোভা পায়,
কখনো দিবস অবসানে ॥

পাশ্র্ব বাইবার তরে, ক্ষুদ্র করি কলেবরে
উপস্থিত হইবে সত্বর ।

পল পল কাঁকি, দৃষ্টি দিবে থাকি থাকি,
জ্বালা করি ঘরের ভিতর ॥

প্রয়াণে সর্বদে দেখা, গামর লাবণ্য রেখা,
স্নেহে কুঞ্চিত যৌবন ।

সু তার কলেবর, কটী তার ক্ষীণতর
স্তনভার করয়ে বহু ॥

ধিবারে অনুরাগ, অধরে বিম্বেররাগ,
মৃগঅঁখি প্রণয় আধার ।

খিলে আকৃতি তার, মনে হয় সবাকার,
আদি সৃষ্টি বুঝি বিধাতার ॥

অন্তরে বিরহ বাধা, তুই একটী মুখে কথা,

দ্বিতীয় জীবন সে আমার ।

দিন যত হই গত, উৎকণ্ঠা চাপে তত,

যন্ত্রণার বাড়ে তত ভার ॥

চক্রবাকী একাকিনী, কিংবা মুছ মুগালিনী,

যেখানে পোহার বিভাবরী ।

বিরহে হইয়া ক্ষীণ, যাপন করিছে দিন,

প্রাণপ্রিয়া সেইরূপ করি ॥

কঁদি কাদি মারা ক্ষণ, ফুলিয়াছে দু নয়ন,

ওষ্ঠ তুই আগুন নিশ্বাসে ।

গালে আছে হাত দিয়া, পড়িয়াছে এলাইরা,

কেশপাশ এ পাশ ও পাশে ॥

হয় তো দেখিবে গিরা, পূজায় সে মন দিয়া,

রহিয়াছে ব্যাকুল অন্তর ।

নয় তো বিরহভাব, মনে করি আবির্ভাব,

লিখিছে আমার কলেবর ॥

নয় তো সারীরে কয়, ভয়ে কি লো মনে হয়,

তুই তো রসিকা বড় জানি ।

কাহকে সে তোর মত, বাসি তো না ভালমত,

সদাই শুনিত তোর বাণী ॥

কিংবা যে ক মাস থাকি, কুল তটি ভুঁয়ে রাখি,
দেখিতেছে গুণিয়া গুণিয়া ।

আমার সঙ্গম মুখে, মনে আনি সকৌতুকে,
কিবা ঢালি দিয়া আছে দিয়া ॥

মলিন বসনোপরি, বাঁগা যন্ত্রে কোলে ধরি,
গাইতে যদ্যপি করে মন ।

নেত্র জলে ভিজ্জে তার, গাওনা কন্দন সার,
গলে আটকায় ক্ষণে ক্ষণ ॥

কায কন্ধ্যা দিনমান, থাকে যদি মুখ প্রাণে,
রাত্রে ভুনি গলাক্ষ মাথনে ।

ভুঁয়ে যবে আছে শুয়ে, নিদ্রা নাই আঁখি ছুয়ে,
খুলিবে যতেক আছে মনে ॥

ভূমিতলে পার্শ্বতল, অন্তরে বিরহানল,
কলেবর ভাবনায় ক্ষীণ ।

পূর্নদিক সীমানায়, কলা অবসান প্রায়,
শশী যেন আছয়ে নিলীন ॥

মনে মাতি মন মনে, মুখ থাকে অন্য মনে,
পরক্ষণে ছাড়য়ে নিশ্বাস ।

যন্ত্রণার অশ্রুজল, বহে যত অনর্গল,
করে তত এপাশ ওপাশ ॥

অমৃত শিশিরময়, শশীর কিরণচয়,

পড়িয়াছে বাতায়ন দিয়া ।

পূর্ব্বেকার মনে করি, দিয়া আঁখি তছুপরি,

পরক্ষণে আনে ফিরাইয়া ॥

অশ্রুযুত পক্ষ্মগণে, ঢাকা পড়ে ক্ষণে ক্ষণে-

সুশোভন দুইটি নয়ন ।

বরষার দিবাভাগে, অর্দ্ধ মুদে অর্দ্ধ জাগে,

স্থলজাত পদ্মিনী যেমন ॥

দপনে বদ্যাপি কহু, পাই তারে বাঁচি তবু,

হেন ভাবি যত মুদে আঁখি ।

অশ্রুধারা অনিবার, আটকে নিদ্রার দ্বার,

শূন্যে উড়ে মনোরথ পার্থী ॥

অলঙ্কার পরিহারি, গোড়ে আছে শয্যোপরি,

দেখ যদি তার কলেবর ।

ছুঃখ না রাখিতে পারি, তোমারো হে অশ্রুবারি,

ফেলিতে হইবে জলধর ॥

এত বলিতেছি বোলে, ভেবো ~~না~~ বাচাল বোলে;

মনগড়া এতে কিছু নাই ।

কহিতেছি যাহা যাহা, সমুদায় তুমি তাহা,

স্বচক্ষে দেখিবে ওহে ভাই ॥

অপাঙ্গ অলকে ঢাকা, কাজল নাহিক মখা,
অঁখি এবে ঠাণ্ডে না খিনাসে ।

ভোমার দেখিতে খালি, উঠাইবে পক্ষম মার্জী-
পদ্ব যেন নড়িস পাতিসে ॥

দেখ যদি তুমি গিয়া, স্বখে আছে চুমাইয়া,
খুলিও না গর্জ্জনেব মুখ ।

স্বপনে পাইয়া মোরে, ঝাঁপিয়াছে বাত্ৰ ভোরে
দুটাইয়া দিওনা মে মুখ ॥

ধনের মালতী জানে, উঠাইয়া প্রোতফালে,
মজল শীতল বায়ু দিয়া ।

সাগাইবে গেরসীরে, পরে তারে ধীরে ধীরে,
কহিবে কি দিতেছি বলিয়া ॥

এই রূপ তারে কবে, শুন ওহে অবিসবে,
সখা আমি স্বামীর হে মারে ।

ভাসিয়া বায়ুর স্রোতে, তাহার নিকট হোতে,
আসিয়াছি লোরে সশাচার ॥

জলধর কেনো মোরে, বিদেশে যে কেহ ঘোরে,
গর্জ্জনে তাহারে তাড়া দিয়া ।

উত্তমা অবলাটীর, পুছিবারে অশ্রু নীর,
বাড়ি আমি আনি ফিরাইয়া ॥

এতেক শুনিয়া কাণে, তাকাইয়া তোমা পানে,

হনু মানে জানকী যেমন ।

শুনিবে সকল কথা, মন নাহি আর কোথা,

বাক্যে মেন পাইছে জীবন ॥

এতেক বলিও শেষে. রামাচল পরদেশে,

সহচর আছয়ে তোমার ।

জাগে সে বাঁচিয়া আছে, জিজ্ঞাসিছে তোমা কাছে

তোমার কুশল সমাচার ॥

তোমা অঙ্গে নিজ অঙ্গ, করিতেছে এক সঙ্গ,

মনোরথ মাত্রে করি সার ।

তপ্ত দেহ দুজন্যর, শ্বাস তাহে অনিবার,

দুপারে নয়ন বারিধার ॥

সখিদের সন্নিধানে, হেরি তব মুখপানে,

চুম্বিবারে হইয়া বিব্রত ।

কত যেন কথা আছে, কুসিত কাণের কাছে,

তোমারূপে এত অনুরত ॥

এমন যে সেই জন, 'কেমনে বল ~~দেবন~~ ॥

বাঁচিবে সে তোমার বিহনে ।

শুন তুমি মন দিয়া, তোমায় সে মোরে দিয়া

কি কহিছে সকাতির মনে ॥

হরিণে নয়ন তব, লতায় জালিতা নব,
 মুগন্ধী শশ্যকে শোভা পায় ।
 তরঙ্গে অঁগির ঠার, শিখি পুচ্ছে কেশ ভাব,
 এক টাই কিছু নাই ছায় ।
 কোপ করি আছ যেন, প্রতিকপ তোমা হেন,
 শিল্পপরে লিখিয়া যতনে ।
 স্নারে তব পদ টাই, যত আকিবারে বাই-
 অশ্রু তত ঢাকেক ছনয়নে ॥
 দুমাইয়া ঘুমাইয়া, শূনা দরি অড়াইয়া,
 স্বপনেতে পাইয়া তোমায় ।
 স্নের দেবতা যারা, এসব দেখিয়া তারা,
 অশ্রু ফেলে পাতায় পাতার ॥
 দেবদারু ঢুলাইয়া, নানা পুষ্প বুলাইয়া,
 এই যে বহিছে সমীরণ ।
 তোমায় কখনো যদি, ছুঁয়ে থাকে ক্ষণাবধি,
 তবে আমি করি আনির্জন ॥
 মিনে এ পোড়া নিশি, পলকে গাইবে মিশি,
 গ্রীষ্মতাপ খামিবে কেমনে ।
 মিছা হেন মনস্কাম, উঠি উঠি অবিশ্রাম,
 ছতাসন আলাইছে মনে ॥

দশাচক্র নহে স্থির, কেন মনে জানি স্থির.

কোন মতে কাটাই জীবন ।

তুমিও হে দিন দিন, শরীর কোরো না ক্ষীণ.

ভাবিয়া ভাবিয়া সারা ক্ষণ ॥

জাগিবেন বিকুণ্ঠবে, শাপ মোর অন্ত হবে,

চক্ষু মূদি থাক এক মাস ।

শরনের জ্যোৎস্না রাতে, মনোস্থখে এক মাস

পরে মিটাইব বত আশ ॥

পতি তব মোর কাছে, যাহা যাহা कहিয়াছে,

বলিলাম তোমায় সকলি ।

শুনিলে যে সমুদয়, না যদি প্রভায় হয়.

অভিজ্ঞান বাক্য শুন বলি ॥

পড়িয়া সখার বুকে, শুয়ে ছিলে মনোস্থখে,

ঘুমাইয়া পড়িলে অমনি ।

কি জানি কিসের লাগি, চমকি উঠিলে জাগি

ক্রন্দনের মত করি ধনি ॥

স্বামী তব জিজ্ঞাসিতে, বলিলে কোতুক চিঠি

দেখিলাম ওহে ধূর্তরাজ ।

যেন অন্য কারো সঙ্গে, মাতি আছি রস রঙ্গে

ছি ছি ছি এমন তব কাষ ॥

দুঃখপ শুনাইয়া, কোন মতে থানাইয়া,

আসিবে আমার প্রেমসীরে ।

প্রথম বিরহজ্বালা, এই সে জানিল বাল্য,

মহিবে কেমনে বল ধীরে ॥

নিরন্তর আছ বেঁধে, মোরে যে বিমুখ হলে,

এ কথা কভু না আমি মানি ।

চাতকে চাহিলে জল, কর তারে সুশীতল,

নাও কোন শব্দ মুখে আনি ।

চাঞ্চিৎ যা তব ঠাই, এমন চাঞ্চিতে নাই,

কি কান্নি ব মারা যাই প্রাণে ।

এ ইতে কারো দুখ, নহে তুমি পরাঙ্মুখ,

তোমায় সকল লোকে জানে ॥

সমাপিয়া মোর কায়, পরে ওহে স্বনরাজ,

যথা ইচ্ছা তথা বিচরহ ।

বরষার শুভযোগে, থাক চপলার ভোগে,

কণেক না জানিয়া বিরহ ॥



